***Department of Bengali***
***Patna University***
***Subject Bengali***
***CC-10, Unit-II, Sem- III***
***Teacher - Dr. Sagar Sarkar***

**Topic - Topic- Emerging episode of Bengali prose (বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব)**

## বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সাহিত্য

ঊনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর এক স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে "সব্যসাচী" আখ্যা দিয়েছিলেন। রাজস্থানরাজস্থান ও বিজারক রূপে বঙ্কিমের সিদ্ধি উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। উক্ত অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের রসবোধ ও সংযমের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বঙ্কিম প্রতিভায় এই দু'য়ের সমন্বয় ঘটেছিল। চন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন - "অভ্যাগত দিকের অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময় একটা বিদ্যুত সভাগৃহে প্রবেশ করিল"। এই বিদ্যুৎ বঙ্গসাহিত্যের সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে বঙ্গদর্শন এর সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভাব।বঙ্কিম প্রতিভা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা কে উদ্দীপ্ত করেছিল বলেই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে তার খ্যাতি স্রষ্টা ও সম্পাদক রূপে।

"বঙ্গদর্শন" পত্রিকা কে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা অফুরন্ত বিকাশ ঘটেছিল। শিল্পীশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের অখণ্ড সত্তা বঙ্গদর্শনের মাসিক পত্রিকা চাহিদা মেটানোর জন্য তিনি কখনো অপরাধী গ্রুপে আবার কখনো প্রাবন্ধিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।সমকালীন জগৎ ও জীবনের মধ্যে যে সামাজিক প্রথা বদ্ধতা মানসিক জনতা ছিল তা যেমন পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করেছেন তেমনি বাংলা সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রেও আবর্জনা দূর করতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের একজন ধ্রুপদী শিল্পী। তিনি বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।বিজ্ঞান ,সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন ধর্ম, ইতিহাস , প্রধান বিষয় আলোচনা বহির্ভূত হয়নি। এইএই সকল প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদর্শী অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি গভীর ধ্যান ও ধারণার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং গবেষণা ও রসবোধের সম্মুখ পরিচয় লাভ করা যায় । বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন প্রজ্ঞাবান শীর্ষস্থানীয় প্রবন্ধ লেখক। প্রবন্ধ ধর্মের সর্বক্ষণিক তার রচনায় পুরীস্ফূর্তি লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সুপণ্ডিত চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তি। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য গভীর ভাবে অনুশীলন করেছিলেন। বিভিন্নবিভিন্ন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য চিন্তাশীলতা ও সাহিত্যিক মূল্যায়নের স্বকীয়তার সাক্ষর তার প্রবন্ধের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠী ও শ্রীরামপুর মিশনারি রেনেসাঁ উচ্চকিত পরিবেশ যে বাংলা গদ্যের বীজ বপন করেছিলেন রামমোহন বিদ্যাসাগর ও সাময়িক পত্রপত্রিকা লালন-পালনে সাহিত্যিক রূপ পায়। আর শেষ হয় ঠিক গদ্যের তিলোত্তমা আকৃতি দেখা দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ গুলি মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে বিভাজন করা যেতে পারে।

## শ্রেণীবিভাগ-

১. জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলক- "বিজ্ঞান রহস্য"
২. ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক- "ধর্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণচরিত্র"
৩. সাহিত্য  সমালোচনার মূলক-"বিবিধ প্রবন্ধ"
৪. সমাজ ব্যঙ্গ মূলক- "সাম্য"।

**বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থ সমূহ:**
বঙ্গদর্শন প্রকাশের আগে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে "The the Calcutta review"পত্রিকায় পত্রিকায় বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বেনামে ইংরেজি ভাষায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।এরপর বঙ্গদর্শন ছাড়া প্রচার "নবজীবন"  "সাধারণী" ইত্যাদি পত্রিকায় তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলো  হল- "লোক রহস্য" (১৮৭৪), "বিজ্ঞান রহস্য"(১৮৭৫) "কমলাকান্তের দপ্তর"(১৮৭৫) "বিবিধ সমালোচনা"(১৮৭৬) "সাম্য"(১৮৭৯) "প্রবন্ধ পুস্তক"(১৮৭৯) "কৃষ্ণচরিত্র"(১৮৮৬) "বিবিধ প্রবন্ধ"(১৮৮৭) "ধর্মতত্ত্ব"(১৮৮৮) "বিবিধ প্রবন্ধ" (দ্বিতীয় ভাগ১৮৯২) "শ্রীমদ্ভাগবত গীতা" (১২৯৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশ)  "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত"(১৮৮৪)।

**লোকরহস্য**(১৮৭৪): কৌতুক ও হাস্যরস এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে তার সমাজ ও স্বদেশ ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের সমস্ত প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ প্রবণতা লক্ষ করা যায়।হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম এখানকার চরিত্রদের অসঙ্গতি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।এই গ্রন্থের বিখ্যাত প্রবন্ধ গুলি হল বাবু, গর্ধব, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, প্রভৃতি।

**কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫):** কমলাকান্তের দপ্তর এর প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। বঙ্কিমের গদ্যভাষা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়কমলাকান্ত দপ্তরে। এখানে তিনি বন্ধনহীন শিল্পী ও নির্মল হাস্যরস। এই গ্রন্থে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র  জগৎ জীবন সম্পর্কে তার গভীর ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। নেশাখোর কমলাকান্তের প্রধান অবলম্বন হলো আজিম এবং দুধ। গ্রন্থটিতে প্রসন্ন গোয়ালিনী, মঙ্গলা গাই এবং বিড়ালের প্রসঙ্গের অবতারণা করে বাস্তব জগত কে মননশীল আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধটিতে। গ্রন্থটিতে গ্রন্থটিতে চলমান সমাজজীবন থেকে নেশাগ্রস্ত কমলাকান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। সে এই আপাত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে থেকেই জীবনের গভীর থেকে উপলব্ধি করে। তারতার কথাবার্তার মধ্যে যে হাস্যরস প্রকাশিত হয়েছে সেই হাস্যরসের অন্তরাল আছে সূক্ষ্ম জীবন-জিজ্ঞাসা তত্ত্বকথা। হাস্য রস দিয়ে "বিড়াল" প্রবন্ধ শুরু হলেও সাম্যবাদের চিন্তার মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটেছে। "কমলাকান্তের দপ্তর" এর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধ গুলি হল- আমার মন, চান্দ্রালক ,বসন্তের কোকিল, বিড়াল, ফুলের বিবাহ, বড়বাজার, আমার মন, দুর্গোৎসব ,একটি গীত , প্রভৃতি।

বিবিধ সমালোচনা(১৮৭৬): বঙ্কিমেরবঙ্কিমের সাহিত্য সমালোচনা উজ্জ্বল নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় নি ভিদেও সং রচনা প্রবন্ধ গুলোর মধ্যে।

**মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৮৪):** দিনোবন্ধু মিত্র রচিত "সধবার একাদশী" ঘটিরাম ডেপুটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্যঙ্গ মূলক  রহস্য প্রকাশ করেন। তৎকালীন

সময়ে অযোগ্য ব্যক্তিরা তদবির তদারকি করে অর্থ খ্যাতি প্রভাব-প্রতিপত্তি কিভাবে আদায় করতে পারে তারই ব্যঙ্গচিত্র কৌতুক সহকারে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন। মুচিরাম মুচিরাম তদবির তদারকি করে রাজপথে অধিষ্ঠিত হয়ে একদিন রায়বাহাদুর খেতাব পেল।তৎকালীন ইংরেজ ও মূর্খ বাঙালি চরিত্র রূপকের মধ্য দিয়ে শিল্প সার্থকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুচিরাম দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেবধি এবং বোকা চোর। এটিকে অনেকে অসম্পূর্ণ উপন্যাসে স্কেচ বলেছেন তবে এই গ্রন্থের গদ্যভাষা কি আমরা নকশার গদ্যভাষা বলতে পারি।

**কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬):** নানান ধর্ম আন্দোলনের পটভূমিকায় বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্রের অবদান অবিস্মরণীয়। কৃষ্ণচরিত্র মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মানব চরিত্র কীর্তন করেছেন। পৌরাণিক পৌরাণিক কৃষ্ণকে তিনি আধুনিক মানব এর আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করেছেন। কোথায় ছিল বঙ্কিমের আদর্শ। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল এবং সাবলীল। এই গ্রন্থের গদ্য ভাষা হয়েছে বাঙালি প্রাত্যহিক জীবন চর্চার ভাষা।
সাহিত্য সমালোচনা জগতে বঙ্কিম পথিকৃৎ।তুলনামূলক সাহিত্য বিচার তিনি করেন এবং তিনি বলেছেন সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রাচীন ভারতীয় কবিদের তুলনামূলক বিচার বঙ্কিম প্রথম করেছে।প্রতিটি বাক্য বিপরীতার্থক শব্দ প্রশংসনীয় বিন্যাস এবং একটি অনায়াসে গতি বাক্য গুলিকে উন্নততর গদ্যরীতির নিদর্শন করে রেখেছেন।তাছাড়া ক্রিয়াপদ বর্জন করে এমন দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার দৃষ্টান্ত সেকালের পক্ষে অভিনব।বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস দুটি গোড়াপত্তন করেন।তার শকুন্তলা মিরন্দা দেসদিমোনা  প্রবন্ধটি উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল।

**প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য-:**প্রবন্ধ গুলিতে তার সরল মন্তব্যের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করি। বিষয় অনুসারে তার ভাষা ব্যবহারের রীতি লক্ষনীয়।বিষয় অনুযায়ী বাক্যগুলি কখনো দীর্ঘ আবার কখনো হ্রাস হয়েছে। অনেক সময় এক একটি অনুচ্ছেদ এর প্রথম বাক্যে যা প্রতিফলিত পরবর্তী বাক্যগুলি তার সম্প্রসারণ উঠেছে।কোন কোন বাক্যকে যেমন শাণিত যুক্তির প্রধান করে তুলেছেন তেমনি তার পরে কোন বাক্যে হয়তো আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন ।হৃদয় এবং মস্তিষ্কের এই সুসমন্বয় এর জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতিতে১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা গদ্যের সূচনা করলো।

**প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র কৃতিত্ব-:**
প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান ও যুগে স্রষ্ঠা।ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠী গদ্য কে করেছিলেন গালগল্পের বাহন রামমোহন করলেন বিচার বিতরকের বাহন বিদ্যাসাগর সেই প্রাণহীন গদ্যের কাঠামোই প্রাণ সঞ্চার করে তাকে এক বিশিষ্ট রূপ দেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্য পেল যৌবন মুক্তির এক সতস্ফুর্ত হিল্লোল।বাংলা গদ্য কেশবচন্দ্র পদচারণার গতি দান করে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের একটি আদর্শ করে দিলেন । অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বলেছেন-"বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নব্য বাংলা ও বাঙালির চেতনা কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। সমাজ ধর্ম মানুন সমস্ত কিছুকে নিজের কক্ষপথে টেনে এনে ছিলেন। তার জন্য তিনি প্রবন্ধ কে বেছে নিয়েছিলেন।নানা প্রবন্ধের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়ে ছিলেন।তাই তাকে বাংলাদেশের তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রধান নিয়ামক শক্তি বলে অভিহিত করা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সমাজসচেতন শিল্পী। তাই সমকালীন সমাজের সামাজিক দুটি বিকৃতি বিভিন্ন বৈষম্য ও অসঙ্গতিকে তিনি সমালোচনা করেছেন। উনবিংশ শতকের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন।তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক ব্যবস্থা এ দেশের পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়েনি। উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এর ফলে তখন ভারতীয় অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থা। সেই আর্থসামাজিক অবস্থার চিত্র বিবিধ প্রবন্ধে বঙ্গদেশের কৃষক সাম্য গ্রন্থের এবং কমলাকান্তের দপ্তর বিড়াল আমার্মন কমিটি গঠিত হয়েছে।বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দর্শনের মূল কথা হলো মানব কল্যাণ ও মানবপ্রীতি। প্রবন্ধ গুলিতে তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি ও চিন্তাশীল এবং মননশীলতার প্রকাশ পায়। তার প্রবন্ধের ভাষা ঋজু, যুক্তিনিষ্ঠ এবং যৌক্তিক পারম্পর্য সুগঠিত ও সুললিত। তার গদ্যরীতির যেমন প্রাঞ্জল তেমনই মনে হয়। আবার কোন কোন প্রবন্ধ প্লেস পূর্ণ শাণিত ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রকাশ্যে তার লিখনী দ্রুত গতি ভঙ্গিমা লাভ করেছে। সবচেয়েসবচেয়ে বলা যায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে ক্ষেত্রে অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

**সমাপ্ত**